খণ্ড ৩, সংখ্যা ৩ ভাবনগর অক্টোবর ২০১৫
Vol. 3, No. 3 BHABNAGAR October 2015

সভাপতি স্বামীর জীবনসাধনার স্বরূপ ও বাংলার যোগ সাধনার সাদৃশ্য বিচার

কিথ ই. কান্তু

সভাপতি স্বামীর সাধনার ভঙ্গি

The Essential Image in Sabhapaty Swami's Lifework and an Inquiry into its Resemblance to Bengali Yogic Practice

Keith E. Cantú

Abstract

The literature of the Tamil yogi Sabhapaty Swami (b. 1840 CE in Madras / Chennai, India) has had a far-reaching impact on South Asian, North American, and European esoteric and occult conceptions of the body, but its content is only now beginning to be properly contextualized by scholars. Sabhapaty's writings survive in English, Sanskrit, Tamil, and Hindi, and are notable for their rich visual depictions of an embodied "essential nature" or svar pa. Sabhapaty was not alone in this endeavor, however - the Gau ya Vai ava reformers as well as Baul poets like Lalan Fakir similarly mapped the human body by blending Sufi elements with their counterparts in Hindu and Buddhist Tantric traditions. Like Sabhapaty, these Bengali spiritual adepts also called this "essential nature" the svar pa and attached a stunningly complex array of correspondences to each region of the body. This article aims to point out some of these similarities and inspire discussion as to how these historical practices of embodiment were able to transcend the limitations of language, religion, and nationality.

যা আপনার ইচ্ছে করে—সেটা আপনি করুন
এটি হবে আইনের সম্পূর্ণতা।

সভাপতি স্বামী ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের মাদ্রাজ (চেন্নাই) অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন অসাধারণ চরিত্রের সাধক ছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবন-চরিত বিশ্লেষণ করা একটু কঠিন। কারণ, তাঁকে নিয়ে অনেক আধ্যাত্মিক গল্পকথা প্রচলিত রয়েছে। সব থেকে আগে তাঁর জীবন-চরিত্র প্রকাশ করেছে *Vedantic Raj-Yoga* শীর্ষক গ্রন্থ। এছাড়া, অন্য দুটি গ্রন্থে তাঁর জীবন-চরিত নিয়ে লেখা আছে, যথা—"রাজযোগ ব্রহ্মজ্ঞানানুভূতি" (*Rajayoga Brahmajñananubhuti*) এবং ইংরেজি অনুবাদে শ্রিস চন্দ্র বসু-র *OM: The Cosmic Psychological Spiritual Philosophy and Science*। আমাদের ধারণা, তামিল ভাষায় তাঁর জীবন-চরিত হয়তো আছে, কিন্তু এখনও কোন অধ্যাপকের লেখা গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এই তিনটি গ্রন্থের তো একটি বিষয়ে একমত রয়েছে যে—সভাপতি ভাব বিনিময় করতে ভারত, নেপাল ও বার্মার বিভিন্ন মন্দির, মাজার ও সঙ্ঘারামের অনেক স্থানে তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ছোটবেলায় খ্রিষ্টীয় জ্ঞান পেয়েছেন মিশনারি স্কুল থেকে এবং পরে সব ধর্মের উপর গবেষণার মাধ্যমে এক রকমের বিশ্ব যোগ সাধনাকে প্রকাশ করতে সমার্থ হয়েছিলেন। তাঁর নিজের লেখায় একটা বিশ্ব জগতিক দর্শন আছে। যদিও তাঁর চরিতকারগণ বলেন যে—তিনি অন্য ধর্ম থেকে আনন্দ পান নি। কারণ, তিনি হিন্দু ধর্মের মধ্যে থাকতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

সভাপতির ধর্ম-সাধনা নিয়ে এখনও অনেক প্রশ্ন আছে। এই প্রবন্ধে মূলত বাংলার বাউলদের চিন্তা, দর্শন ও যোগ-সাধনার সাথে সভাপতির দর্শন নিয়ে হালকা একটু তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনায় দুইটি ভাগ আছে—ভ্রমণ ও দেহতত্ত্ব।

ভ্রমণে সাধনার অনুসন্ধান

সভাপতি স্বামীর জীবন-চরিতের মধ্যে প্রথমে আছে বার্মার কথা। যখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ-চব্বিশ বছর তখন তাঁর বাবা বার্মা দেশে ব্যবসা করেছিলেন (সভাপতি ১৮৮৪: ১)। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাথে একজন নতুন হিন্দু-যোগীর ভাব বিনিময় একটা বিশাল ব্যাপার, কিন্তু তাঁর জীবন-চরিতকারগণ এই ভাব বিনিময় নিয়ে তেমন কিছু বলেননি।

সভাপতি সম্ভবত যোগ-সাধনার প্রতি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কারণ, তিনি চেন্নাইতে ফিরে এসে নাগাপাত্তিনামের নাগর দারগাহে গিয়েছিলেন। ওই সময়ে মাজারের মধ্যে অনেক ফকির, দরবেশ ও কলন্দারিয়া ছিল, এখনো আছে। চেন্নাই থেকে ৪০০ কিমি দক্ষিণ দিকে নাগাপাত্তিনাম শহর, ভেলাঙ্কান্নি থেকেও বেশি দূরে নয়।

নাগর দারগাহ আজমিরের মইনুদ্দিন চিশতির মাজারের মতো একটা জায়গা। কিন্তু আরও ছোটো—সেখানে প্রায় সবখানেই আগরবাতি জ্বালানো হয় এবং অনেক ভক্ত প্রতিদিন সেখানে তেল, মিষ্টি ও কবচ নিয়ে প্রার্থনা সম্পন্ন করতে আসেন।

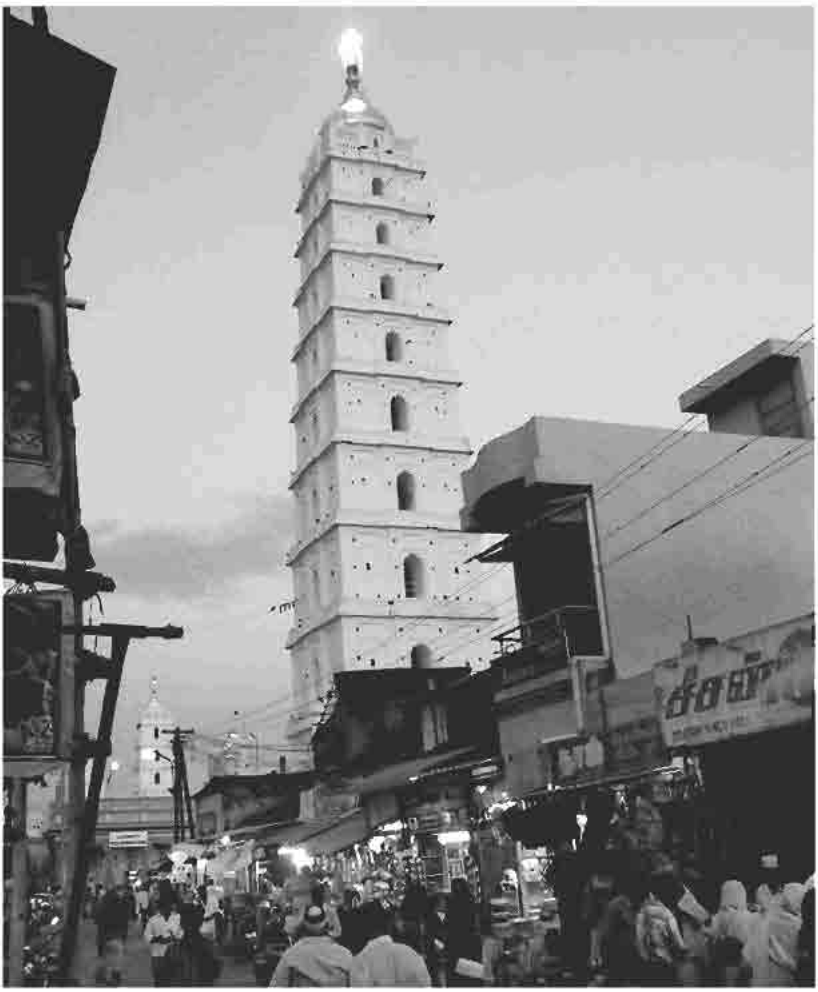

নাগর দারগাহ-এর বাজারের সামনে

মাজার অঞ্চলে বিভিন্ন সুফি আউলিয়া অবস্থান গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ব্যক্তি হলেন নাগর শাহুল হামেদ ও তাঁর স্ত্রী। সভাপতির জীবন-চরিতকারগণ তাঁর নাগরের অভিজ্ঞতা নিয়ে খুব অল্প কিছুই বলেন, যেমন–

He gained the truths of the Moslem faith, from the well-known and learned fakirs of the place.

চেন্নাইতে বেদশ্রেণি মন্দির, এখন নির্মাণাধীন অবস্থায় আছে (২০১৫)

অর্থাৎ, তিনি মুসলমান-ধর্মের সত্য কথা বিখ্যাত ও জ্ঞানী ফকিরদের কাছে লাভ করেছেন)। (Sabhapaty 1884: 1)

সভাপতির সাথে যোগের নানা বিষয়ে অদ্ভুত মিল রয়েছে, যেমন—তাঁর দেহের মানচিত্রের সাথে তান্ত্রিক ভেদের একটু মিল আছে, হতে পারে এই মিল তিনি ফকির ও দরবেশদের মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন। সুফি সাধকগণ সভাপতি ও তামিল সিদ্ধের মতো সাধন-সিদ্ধি লাভ করতে দেহের মানচিত্র সৃষ্টি করেছিলেন।

সভাপতি স্বামীর বার্মায় ও নাগাপাত্তিনামে তিন বছর ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর জীবন-চরিতকারগণ বলেন যে—সভাপতি তুলনামূলক ধর্ম নিয়ে ভাবতে পারলেও তিনি "মনে আরাম পাননি" এবং তিনি "ব্রহ্মজ্ঞানের লাভ করতে তখনও অনেক দূর ছিলেন" (সভাপতি ১৮৮৪ : ২)। তিনি যখন ২৯ বছর বয়সে বৈদিক ঋষি অগস্ত্য নিয়ে একটা রাতের দর্শন পেয়েছিলেন, তখন তিনি এই চিন্তায় তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন। দর্শনে অগস্ত্য তাঁকে বলেছিলেন যে—সভাপতিকে বেদশ্রেণি স্বয়ম্ভুতালম মন্দিরে যেতে হবে। এই মন্দির চেন্নাইতে (Velachery) এখন বড় শহরের মধ্যে আছে কিন্তু সভাপতির কালে সব দিকে বন ও গ্রাম ছিল। বেদশ্রেণিতে সভাপতি শিবদর্শন পেয়েছিলেন। শ্রিস চন্দ্র বসু ইংরেজিতে "শিবদর্শন" শব্দ অনুবাদ করেছেন—"Vision of Personal God's presence" ("নিজের ঈশ্বরের অবস্থিতি দর্শন")। এই অবস্থায় অগস্ত্য তাঁকে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ে গিয়ে সভাপতি স্বামী যেন তাঁর আখড়া খুঁজে নেন।

সভাপতি অগস্ত্যের আখড়ার দিকে ঘুরে বেড়ানোর পর তামিল নাড়ু ও কেরালার ভেতর গমন করেন। তিনি সুরুলি ঝরনা দিয়ে অলগিরি ও সটরগিরিতে (তামিল সিদ্ধ বা সিত্তার সাধকের জন্য একটা বিখ্যাত পাহাড়) গিয়েছিলেন। তারপর তিনি কুত্তল পাপনাশমে পৌঁছিয়ে একটা দর্শন পেয়েছিলেন যে, তাঁর গন্তব্য তিন মাইল দূরে আছে। ওখানে গিয়ে তিনি গুরু ব্রহ্মময়সর্গুরুনাদ শিবজ্ঞানবোধ যোগীশ্বরের দেখা পান এবং সাধুসঙ্গ গ্রহণ করেন। এই কারণে তিনি একটা নতুন তামিল নাম অর্জন করেন—"আলজিথকু-মূর্তি" ("একজন ভক্ত হতে ডাক পেয়েছেন")। (সভাপতি ১৮৮৪ : ৩)

এভাবে ভ্রমণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি পেয়ে সভাপতি স্বামী মাদ্রাজ (চেন্নাইতে) ফিরে আসেন। সভাপতির জীবনচরিতকার এক মত পোষণের মাধ্যমে বললেছেন যে, তাঁদের গ্রন্থগুলো ইংরেজি, সংস্কৃত, হিন্দি, ও তামিল ভাষায় প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। পরবর্তী বছরে তিনি ভারত ও নেপালের পঞ্চকেদারম, পঞ্চবদ্রি, পসুপতিনাথ, মঠুমহেশ্বর, ত্রিলোকনাথ, মণিকর্নিকাঃ ও অমর্নাথে তীর্থ করতে গিয়েছেন। মারা যাওয়ার আগে (তারিখ অজ্ঞাত) তিনি লহরেও (এখন পাকিস্তানের অংশ) থাকতেন। (সভাপতি ১৮৮৪ : ১৬)

সভাপতি স্বামীর জীবন-চরিতকারগণের মধ্যে কিছু জায়গায় একটু আধিবিদ্যাগত কথা আছে, যেমন—একটা গল্প যে, আগের থেওসোফিক মানুষ হেন্রি অল্কত ও এইচ পি ব্লাভাতস্কি

তামিল নাড়ুর নাগাপত্তিনামে একটা সিদ্ধ (সিত্তার) মন্দির

অনুভব করেছেন—প্রমাণ ছাড়ার কথা ছিল। সভাপতি স্বামীর জীবনচরিতকারগণ বলেন যে, সভাপতি আর একটা দর্শন পেয়েছেন, এই দর্শনে মানস-সরোবরে তিব্বতের দিকে পাখির মতো উড়িয়ে কৈলাস পাহাড়ে মহাদেবের সাথে সঙ্গ করেছিলেন। এই দর্শন কালিদাসের সংস্কৃত কাব্য "মেঘধূত"-এর মতো, কাব্যে একজন একা যক্ষ একটা মেঘ দিয়ে তাঁর প্রেমিকার জন্য কৈলাস পাহাড়ে চিঠি পাঠান—হতে পারে যারা থেওসোফিক ভক্ত এই কাব্য বোঝেন না, তার জন্য সভাপতি স্বামীর আন্তরিক কথাগুলিও বোঝেন না। কুদরতি না হতে পারে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে সভাপতির জীবনচরিতের আসল জায়গা—এখনও মানচিত্রে দেখা যায়।

বাংলার বাউলের সাথে সভাপতি স্বামীর জীবন কী রকম মিল আছে?

বেশিরভাগ মানুষ জানে যে, যারা বাউল-ফকির তারা সব রকমের ধর্মের সাথে সম্পর্ক রাখেন। সভাপতির অভিজ্ঞতাও তাই, এবং তিনি সব সময় বলেন যে, তাঁর যোগ-সাধনা জগতিক, অর্থাৎ বাউল-সাধনার মতো সব মানুষের জন্য। এই প্রবন্ধের দেহতত্ত্বের আলোচনা-অংশে—এই মিল কীভাবে হয় তা পরিষ্কার করা হল।

দেহতত্ত্বের পর্যবেক্ষণ

সভাপতি স্বামী মূলত তামিল, সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় লিখেছেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় লেখেন নি এবং বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে কিছুই বলেন নি। উল্লেখ্য, তিনি যদিও বাংলা ভাষা বা সংস্কৃতি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতেন না। তাহলে এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, সভাপতি স্বামীর তামিল সংস্কৃতির যোগদর্শনের সাথে বাংলার লৌকিকধর্মের এত দেহতত্ত্ব বা সুফিবাদ দর্শনের মিল কীভাবে হল?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে অনেক ইতিহাসের কথা উল্লেখ করতে হবে, এখানে সেই অবকাশ নেই, কিন্তু একটি মূল বিষয় অবশ্যই বলা যায়, এই মূলকথা হল—রসের মর্ম, যা "নাথসিদ্ধ" সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে হতে পারে কোনও এক নাথ সম্প্রদায় ছিল না, শুধু সামাজ থেকে বাইরের লোকের বিজ্ঞান (রসায়ন বা কিমিতি)। ডেবিড গর্ডন হোয়াইত (David Gordon White) তাঁর বই *The Alchemical Body: Siddha Traditions in Medieval India* ("রাসায়নিক দেহ—মধ্যযুগের ভারতের সিদ্ধ সম্প্রদায়")-এ রসের বিষয় নিয়ে অনেক লেখেন। তিনি লিখেছেন যে, রসের অনেক মর্ম বেদে, আয়ুর্বেদে, হঠ-যোগে, রসায়ন, ও রূপতন্ত্রে আছে। হঠ-যোগে তো একটা বিশেষ মর্ম আছে—

In the ha hayogic system of the Nath Siddhas, the rasas in question are portrayed as male and female "drops" (bindu), which are lunar and solar, seminal and sanguineous, Siva and Sakti, respectively.

অর্থাৎ, নাথ সিদ্ধের হঠ-যোগের ব্যবস্থায় এইগুলো রসের প্রতীক হচ্ছে পুরুষ ও মহিলার বিন্দু, যথাক্রমে চাঁদ ও সূর্য, বীজ ও রক্ত, শিব ও শক্তি। (White 1996: 185)

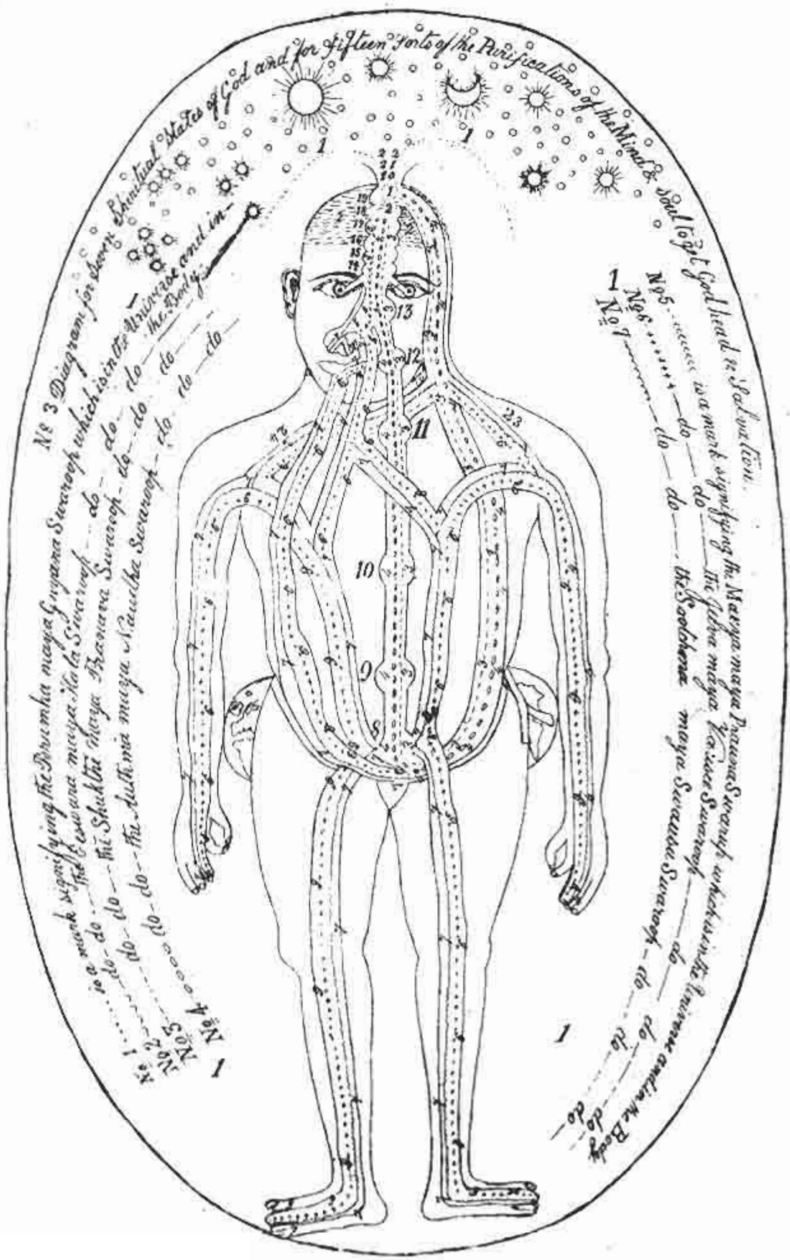

স্বরূপের নকশা (সভাপতি ১৮৮৪: ২১২)

এই রস বা বিন্দু তো শুধু একটা ভাবনার বিষয় তা নয়, আসলে একটা দেহের মানচিত্রের মধ্যে কাজ করতে হয়। এই কাজের নাম হঠযোগ সাধনা, ও এক রকমের

মানচিত্রের নাম—দেহের স্বরূপ; যাতে সভাপতির সাথে বাউল-ফকিরদের দর্শনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—

> The Meditation as this Spiritual state, both in the centre seat of the skull and everywhere in the whole Universal creations as well in and out, will make you to be as the Infinite Spirit [svaya brahmajñana svarupam] both in you and everywhere without you, with all the powers of the Infinite Spirit.
>
> অর্থাৎ, এই আধ্যাত্মিক অবস্থা হল এমন যে, দর্শন, কপালের ক্ষেত্রের জায়গা এবং যেখানে সব জগতিক সৃষ্টিতে আপনাকে ভিতরে ও বাইরে সেই দর্শন স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপম্ করাবে; ভিতরে ও বাইরে সব দিকে আপনাকে স্বয়ং-ব্রহ্মের শক্তির সাথে মিলিত করবে। (সভাপতি ১৮৮৪ : ২১৪)

স্বরূপের এই রকমের মানচিত্র বাউল-ফকিরদেরও কাছে আছে। তাদের স্বরূপ নিয়ে ভাবনার একটা মূল অবশ্যই ছিল বাংলার নদীয়ার জেলায় চৈতন্য মহাপ্রভুর ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কথা। বার্বেরা হল্‌দ্রেজ (Barbara Holdrege) কৃষ্ণের স্বরূপ নিয়ে লিখেছেন—

> The early Gaudiya authorities emphasize that on this transcosmic level there is no distinction between the svarupa,

ভাবসংগীত পরিবেশনরত গবেষক কিথ ই. কান্ত, পাশে সাধনসঙ্গিনী ম্যাডেলিন বেকের

essential nature, of the divine Person, and his vigraha, absolute body, for both the body and the possessor of the body are nonmaterial, eternal, and constituted by sat-cit-ananda, being, consciousness, and bliss.

অর্থাৎ, আগের গৌড়ীয় স্বামী জোর দিয়ে এমন কথা বলেন যে, এই আকাশের তলে দিব্য মানুষের স্বরূপ তার বিগ্রহের সাথে কোনো পার্থক্য নেই; কারণ, দেহ ও দেহের মালিক দুটি–নির্গুণ, অনন্ত ও সত-চিত-আনন্দ থেকে গড়া। (Holdrege 2015: 310)

বাংলার বাউল গান ও সাধনায় স্বরূপ বিচার

কীভাবে বাউল গানের মধ্যে স্বরূপের কথা আছে? একটা উদাহরণ লালন সাঁইজির গান থেকে যথেষ্ট হবে। এখানে দিব্য স্বরূপ সাধারণ মানুষের মধ্যে আছে।

স্বরূপে রূপ আছে গিলটি করা।
রূপ সাধন করল স্বরূপ নিষ্ঠা যারা ॥

রূপ বলতে কি হয় রূপ সাধন
তবে কি আর ভয় ছিল মন
এ মহারাগের করণ স্বরূপ দ্বারা॥

শতদল সহস্রদলে
রূপ স্বরূপে ভাটা খেলে
ক্ষণেক রূপ রয় নিরালে নিরাকারা॥

আসবে বোলে স্বরূপ মণি
থাকগা বসে ভাব ত্রিবেণী
লালন বলে সামাল ধনী সেই কিনারা॥

সভাপতি স্বামীর সাধন-ভ্রমণ ও দেহতত্ত্বের দর্শনের সাথে বাংলার সংস্কৃতির সাদৃশ্য বিচার নিয়ে অনেক গবেষণার সম্ভাবনা রয়েছে, আর তারই ইশারা ও ইঙ্গিত রয়েছে লালন সাঁইজির উপরে উদ্ধৃত গানে।

কীভাবে এই ভাবের পথের পথিক হলাম

গত কয়েক বছরে আমার নিজের দর্শন আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও একটা মূলকথা সবসময় রয়ে গেছে। যখন আমার বয়স ১৫ বছর ছিল তখন আমার বাবা একজন খ্রিস্টান পুরোহিত হঠাৎ ভাবাক্রান্ত হয়ে মারা যান। এ দুর্ঘটনার পরে আমার ধার্মিক আগ্রহ মরমিয়ার দিকে ধাবিত হয় এবং আমার চিন্তাভাবনা, আমার আধ্যাত্মিক দেহের উপর

ভর করে। নিজেকে প্রশ্ন করি—"আমার দেহের বাহিরে ভ্রমণ কি করা সম্ভব?" ইন্টারনেট থেকে একথার উত্তর খুঁজে পাই। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের ওকুল্‌তিত্ত্ব আলিস্তের ক্রোলি (1875-1947 C.E.)—র "ম্যাজিক" সংস্কৃতির সাধনায়, আমি মূলত তাঁর থেলিমা (Thelema) শীর্ষক গ্রন্থে আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই। এরপর আমি সেই সাধনার গভীরের বিষয়গুলি বুঝতে চেষ্টা করি।

যুক্তরাজ্যের ওকুল্‌তিত্ত্ব আলিস্তের ক্রোলির ম্যাজিক সংস্কৃতির যোগ-সাধনার ভঙ্গি

এই জাদুবিদ্যা বিষয়ের মধ্যে একটা সাধনা আছে, নাম হল "astral projection" (জ্যোতির অভিক্ষেপণ) বা "astral travel" (জ্যোতির ভ্রমণ)। ১৯-শতক C.E.-এর মধ্যে H. P. Blavatsky ও Theosophical Society (এইচ পি ব্লভাত্স্কি ও থেয়োসোফিকল সামাজ) এই বিষয় নিয়ে অনেক গোপনতত্ত্ব বুঝতে চেয়েছেন। (Deveney 1997: 16-26)

জ্যোতির অভিক্ষেপণ সাধনায় একজন সাধক তাঁর মনে নিজের দেহের ছায়া সৃষ্টি করে এবং তাঁর চেতনা এই ছায়ার মধ্যে আভিক্ষেপণ করে। জানতে পারি, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁরা এই প্রত্যক্ষ জগতের বহিরে ভ্রমণ করতে পারে। নবগ্রহ ও রাশির তলে গিয়ে এই আলোর দেহ অনেক বিভিন্ন রকমের ভূতের সাথে কথা বলতে পারে। কিন্তু এই সাধনার অনুষ্ঠানের লেখায় একটা কথা আছে যে, এই সব ভূতেরা হতে পারে শুধু সাধকের মস্তিষ্কের মধ্যে আছে। যা হোক, এই তো একটা স্নায়ুবিজ্ঞানের জন্য প্রশ্ন। থেলিমার গ্রন্থে (যেমন *Magick: Book Four, Notes for an Astral Atlas, Liber O*) এই সাধনার লক্ষ্য স্পষ্ট, সেই যোগ-সাধক বা জাদুবিদ্যার্থিনের ধারণার ফোটানোর জন্য (Crowley 2004: 241-264; 499-512; 624-626)।

এই সব কথা কোথা থেকে এসেছে? অবশ্যই পশ্চিম দেশে এক রকমের জাদুবিদ্যার ঐতিহ্য আছে কিন্তু অন্য গুরুত্বপূর্ণ ভাবধারাও আছে। যখন আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম তখন দুই প্রাসঙ্গিক ঘটনা হয়েছে। প্রথমে আমি সীতাকুণ্ডে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গিয়ে রতন নামের একজন ব্রাহ্মণ যোগ-সাধকের সাথে দেখা হয়। উদ্যমী হয়ে পাহাড়ে উঠে বিরূপাক্ষনাথের ছোট পাথরের মন্দিরে এই সাধকের সাথে কথা বলি। ও আমাকে বলে —

"কালিপদ ! তুমি এই পৃথিবীতে অনেক দূর থেকে এসেছো ! কিন্তু তুমি কি জান না যে আসনে বসলে সারা জগতে ঘুরতে পারবে ?"

তিনি আমার সামনে ওর চোখ বন্ধ করেন এবং বিভিন্ন স্বরূপের চক্রের হাত দিয়ে ন্যাস করে প্রাণায়াম করতে শুরু করেন। তখন আমি বুঝেছিলাম যে বাংলাদেশ ও ভারতে জ্যোতির ভ্রমণের ঐতিহ্য আছে।

দ্বিতীয় ঘটনা বাউলদের সাধুসঙ্গের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। যখন ঢাকার শাহবাগে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আমি লালন ফকিরের বাণী–"বল রে সেই মনের মানুষ কোন জনা" শুনে খাতায় লিখি তখন তার শেষের অন্তরা নিয়ে অনেক ভাবনার উদয় হয়–

লা মোকামে সেই যে নূরী
আদ্য মাতা রূপ জহরী
লালন বলে বিনয় করি
আমার ভাগ্যে ঘটলো না।

"লা মোকাম" কীভাবে যাওয়া যায়? যারা তামাক-সিদ্ধি সেবা নেয় তারা বলেন–এই পথে চলতে শুধু একটা ভাবের বিষয়।

আমি এক মত আছি, আবার বুঝতে পারি যে, এই মতে আরও কথা বাকি আছে। কুমিল্লার শেখ চাঁদের কবিতা "দরবেশী মহল" উনার 'তলিনামা / শহেদীলাপীরনামা' শীর্ষক গ্রন্থে দরবেশী পথ নিয়ে—এই নয় জনার হিসাব রচনা করেছেন—

প্রথমে জানিবে যত দর্ব্বেশী বিচার।
দ্বিতীয় জানিবে যত বন্দেগী খোদার॥
তৃতীয়ে জানিবে যত তনের বিচার।
চতুর্থে জানিবে যত তত্ত্ব আপনার॥
পঞ্চমে জানিবে তত্ত্ব দিলেরে দেখন।
ষষ্টমে জানিবে যত নাড়ীর বর্ণন॥
সপ্তমে জানিবে যথা বিন্দু থাকয়।
অষ্টমে জানিবে ষট্চক্র পরিচয়॥
নবমে জানিবে ব্রহ্মতত্ত্ব কহি যারে।
যে কার্য করিবে সাধ্য যেমত প্রকারে॥

(শরীফ ১৯৬৯: ৪১-৮৬; হক ১৯৭৫: ৪১৪)

আমার মতে, এই সব হিসাবের মূল বিষয় হল—স্বরূপ বিচার করা বা স্বরূপ বোঝা। স্বরূপ বুঝলে দেহতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব জানা যায়। কিন্তু এই সব জ্ঞান শুধু একটা জানানোর বিষয় তা নয়, সাধনা করতে হয় এবং বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, তামিল, হিন্দি বা যেকোনও ভাষায় এই সাধনার কথা বলা যায়। আমরা সবাই মানুষ, নয় কি?

চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বিরূপাক্ষনাথ মন্দিরে যোগ-সাধকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছেন কিথ ই. কান্ত

আবার যুক্তরাষ্ট্রে সিয়াটল শহরে ফিরে আসি। আমার থেলিমার বন্ধু ও সিয়াটলের লড্জ ম্যাস্তর-এর সাথে দেখা হয়। সে আমাকে বলে যে, সভাপতি নিয়ে একটা নতুন প্রকাশন হয়ে যাবে।

আলিস্তের ক্রোলি তাঁর নিজের গ্রন্থে সভাপতির লেখা রাজ-যোগ সাধনার উল্লেখ করেন এবং যোগ-সাধনার সাথে ম্যাজিক-এর মিল করতে চেয়েছেন (*ভাবনগর*-এর পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত আমার আগের প্রবন্ধ দেখুন)। যেখানে আমি সভাপতির গ্রন্থে সংস্কৃতের কিছু কঠিন শব্দ অনুবাদ করতে সাহায্য করার কথা বলেছিলাম। এই অনুবাদের কাজ শুরু করে নতুন পর্যবেক্ষণ খুঁজে পাই যে, আসলে এই সব দেহতত্ত্ব ও স্বরূপের কথা বাংলার বাউল-ফকির, যোগ-সাধনা ও সুফিবাদের সাথে বড় ধরনের মিল রয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে তেমন কোন গবেষণা আমাদের হাতে নেই। আমি এখানে তার কিছু সূত্র উল্লেখ করলাম মাত্র।

তবে, এখন আমি ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিদালয় স্যান্তা বার্বেরা-তে পিএইচডি-এর গবেষণা সভাপতির উপর এই তুলনামূলক বিষয় নিয়ে শুরু করেছি। সভাপতি স্বামীর ভ্রমণ ও স্বরূপের দর্শন বাংলার সংস্কৃতির সাথে মিলগুলি খুঁজে বের করে গবেষণার চিন্তা করছি। অন্যদিকে কীভাবে থেলিমার সাধনার সাথে সভাপতির সম্পর্ক রয়েছে তাও বিচার করছি।

প্রেমই আইন, প্রেম ইচ্ছার অধীন।

গ্রন্থপঞ্জি

Blavatsky, Madame.

The Theosophist, March 1880. Bombay: The Theosophical Society. 1880.

Crowley, Aleister E.

Magick: Liber ABA, Book Four. Revised Second Edition. Ed. Hymenæus Beta. First published 1913.

Deveney, John Patrick.

Theosophical History Occasional Papers, Vol. VI: Astral Projection or Liberation of the Double and the Work of the Early Theosophical Society. Fullerton, CA: Theosophical History. 1997.

Djurdjevic, Gordan.

India and the Occult: The Influence of South Asian Spirituality on Modern Western Occultism. London: Palgrave Macmillan. 2014.

Hak, Muhammad Enamul.

A History of Sufi-ism in Bengal. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh. 1975.

Holdrege, Barbara.

Bhakti and Embodiment: Fashioning Bodies in Krsna Bhakti. London and New York: Routledge. 2015.

Mallinson, James.

"Nath Sampradaya." *Brill Encyclopedia of Hinduism*, Vol. 3. Edited by Knut A. Jacobsen, Helene Basu, Angelika Malinar, and Vasudha Narayanan. Leiden: Brill. 2014.

Olcott, Henry S.

Old Diary Leaves. First Series 1874-78 [1895], reprint Adyar: Theosophical Publishing House. 2002.

Sabhapaty Swami.

OM: The Cosmic Psychological Spiritual Philosophy and Science. Edited and Translated by Siris Chandra Basu. Madras: The Hindu Press. May 1, 1884.

— *Vedantic Raja Yoga.* Madras: 1883. Reprinted in 1950 as Philosophy and Science of Vedantic Raja Yoga and in 1977 as Vedantic Raj-Yoga: Ancient Tantra of Rishies [sic].

— *Rajayoga Brahmajñananubhuti Sangraha Veda Namaka Grantha.* Mumbai : Tattvavivecaka Chapakhanemea Chape, 1892.

White, David Gordon.

The Alchemical Body: Siddha Traditions in Medieval India. Chicago: University of Chicago Press. 1996.

Shariph, Ahmad.

Banglar suphi sahitya. Dhaka: Bangla Academy. 1969.